প্রথম আলো

তারিখ ..... 24 MAR 2009
পৃষ্ঠা ..... কলাম ....

উচ্চশিক্ষা ◻ আবদুল খালেক

সাজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়

শিরোনামের 'সাজাদপুর' বানানটি আমি গ্রহণ করেছি *রবীন্দ্র রচনাবলী* থেকে। 'সাজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়' আমার দেওয়া কল্পনাপ্রসূত কোনো শিরোনাম নয়। নব্বইয়ের দশকে ফোকলোর বিশারদ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক মযহারুল ইসলাম সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথের নামে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়টির নামকরণ হয় 'টেগর পিস ইউনিভার্সিটি'। রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত সাজাদপুরে রবীন্দ্রনাথের নামে আন্তর্জাতিক মানের একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাই ছিল মযহারুল ইসলামের মূল লক্ষ্য।

১৯৯৬ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসার ফলে সাজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মযহারুল ইসলাম অত্যন্ত আশাবাদী হয়ে উঠেছিলেন। সাজাদপুরের সাতবাড়িয়া গ্রামের বিস্তীর্ণ এলাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য স্থান নির্বাচন শেষে ভূমি অধিগ্রহণ শুরু করা হবে, এমন সময় আসে ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচন। ওই নির্বাচনের মাধ্যমে চারদলীয় জোট রাষ্ট্রক্ষমতায় আসার পর রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ থেমে যায়। ২০০৩ সালে মযহারুল ইসলামের মৃত্যুর পর রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়টি আমাদের স্মৃতি থেকে যেন হারিয়ে যেতে বসেছে।

রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি আমাদের জাতীয় সংগীত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সমৃদ্ধি সাধনে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক উন্নয়নে, বাঙালি জাতির মানস গঠনে রবীন্দ্রনাথের অবদান অতুলনীয়। ১৯৭১ সালে সমগ্র বাঙালি জাতি যখন স্বাধীনতা যুদ্ধে লিপ্ত, রবীন্দ্রনাথের কবিতা, গান, কথা ও বাণী জাতিকে সাহস জুগিয়েছে, পথ দেখিয়েছে। আমরা বাংলাভাষী প্রতিটি মানুষ প্রতিদিন রবীন্দ্রসংগীতে স্নাত হই। রবীন্দ্র সাহিত্যকে দেশ-কাল, ধর্ম-গোত্র-বর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার কোনো সুযোগ নেই। তিনি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সম্মান নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছিলেন। এ জন্য আমাদের গর্বের সীমা নেই। রবীন্দ্র সাহিত্যের আবেদন চিরন্তন। ধারণা করা যায়, যত দিন বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা, বাঙালি জাতি থাকবে, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু নেই, তিনি চিরঞ্জীব।

আমাদের জীবনের প্রতিটি সংকটে প্রতিটি আনন্দের মুহূর্তে আমরা মহান এই কবির কথা ও বাণীকে ব্যবহার করে থাকি। বাইরের বিশ্বে রবীন্দ্রনাথের নামে বাঙালির পরিচিতি। কাজেই তাঁর কাছে আমাদের ঋণের শেষ নেই। সমগ্র জাতি তাঁর কাছ থেকে শুধু ঋণ গ্রহণ করেই চলেছে, ঋণ পরিশোধের কোনো উদ্যোগ নেই। বিষয়টির একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন।

আমাদের ভাবতে বেশ ভালো লাগে, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম জাতীয় কবি হিসেবে রাষ্ট্রীয় সম্মান লাভ করেছেন এবং কবির বাল্যস্মৃতিবিজড়িত ময়মনসিংহের ত্রিশালে কবির নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই মহান কবির নামে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, তাঁরা ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নজরুল একাডেমী, নজরুল ইনস্টিটিউট, কবির নামে নির্মিত হয়েছে বেশ কটি উন্নত মানের সরকারি ও বেসরকারি কলেজ। ভাবতে ভালো লাগে, বাঙালি জাতির অন্যতম গর্ব মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের নামে যশোরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মাইকেল মধুসূদন কলেজ। কিন্তু যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি কবি, যাঁর রচিত গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত, সেই জাতীয় সংগীতের কবি রবীন্দ্রনাথের নামে কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। এ ঘটনায় রবীন্দ্রনাথ ছোট হয়ে যাননি, ছোট হয়ে গেছি আমরা, এ দেশের মানুষ।

বাংলাদেশের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালে মযহারুল ইসলামকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। মযহারুল ইসলাম রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে কলা ভবনটি নির্মাণের ব্যবস্থা করেন, তার নাম দেওয়া হয় 'রবীন্দ্র কলা ভবন'। সেই মযহারুল ইসলামই নব্বইয়ের দশকে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিবিজড়িত সাজাদপুরে আন্তর্জাতিক মানের একটি রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। কিন্তু তাঁর সে উদ্যোগ ফলপ্রসূ হয়নি নানা কারণে। ব্যক্তিগত উদ্যোগে নয়, রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। বিশ্ববিদ্যালয়টি কোথায় নির্মিত হবে, তা নির্ধারণ করবে সরকার। স্থান নির্বাচনী কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। তবে এ ব্যাপারে সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে কিছু পরামর্শ আসতেই পারে।

বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, জমিদারি তদারকি বা অন্যান্য প্রয়োজনে ১৮৮০ থেকে ১৮৯৫ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে অনেকবার আসতে হয়েছে সাজাদপুর, শিলাইদহ ও পতিসরে। মূলত নদীপথেই তিনি যাতায়াত করতেন। পদ্মা, করতোয়া, নাগর নদীবেষ্টিত সাজাদপুর, শিলাইদহ, পতিসরে বসে রবীন্দ্রনাথ যেসব কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ও পত্রাবলি রচনা করেছেন, সে তালিকা বেশ দীর্ঘ। বলা যেতে পারে, রবীন্দ্রজীবনের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলোর সূত্রপাত সাজাদপুর, শিলাইদহ ও পতিসরেই ঘটেছে। কাজেই রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত স্থান হিসেবে সাজাদপুর, শিলাইদহ ও পতিসরের রয়েছে ঐতিহাসিক গুরুত্ব। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথের নামে সরকারি উদ্যোগে যদি কোনো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়, সে বিশ্ববিদ্যালয় সাজাদপুর, শিলাইদহ বা পতিসর—এর যেকোনো একটি স্থানে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

আন্তর্জাতিক মানের কোনো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যোগাযোগব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রে সেদিকে অবশ্যই দৃষ্টি রাখতে হবে। তুলনামূলকভাবে সাজাদপুরের যোগাযোগব্যবস্থা সবচেয়ে ভালো। ঢাকা রোড তথা বিশ্বরোডের পাশে সাজাদপুর অবস্থিত। সাজাদপুরের দুই কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে বাঘাবাড়ী ঘাট নামের একটি নৌবন্দর, ১০ কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে নগরবাড়ী ঘাটের মতো আরও একটি বিখ্যাত নৌবন্দর। ট্রেন যোগাযোগ চমৎকার। প্রথম শ্রেণীর উল্লাপাড়া স্টেশনের দূরত্ব সাজাদপুর থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার। প্রতিটি ট্রেন এখানে থামে। রাজধানী ঢাকা থেকে ট্রেন অথবা বাসে সাজাদপুর যাতায়াতে সময় লাগে সর্বোচ্চ আড়াই থেকে তিন ঘণ্টা।

সাজাদপুর উন্নত মানের একটি উপজেলা শহর। এখানকার তাঁতশিল্প পৃথিবী বিখ্যাত। শিল্প, সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চায় সাজাদপুরের রয়েছে স্বর্ণোজ্জ্বল ঐতিহ্য। সাজাদপুর বর্তমানে সিরাজগঞ্জ জেলার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। যমুনা নদীর ওপর বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে সিরাজগঞ্জ জেলাটি এখন সমগ্র উত্তর বাংলার প্রবেশদ্বার বলে পরিগণিত হয়ে গেছে। পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া জেলার মাঝামাঝিতে সাজাদপুরের অবস্থান। তিনটি জেলার মাঝামাঝি অবস্থানে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনটি জেলা সরাসরি তার সুফল পাবে। সিরাজগঞ্জ ও বগুড়া জেলায় এখনো কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি।

সাজাদপুরে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য জায়গাজমির তেমন কোনো সমস্যা হবে না। ঠাকুর জমিদারির যে কাছারিবাড়িটি রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ভবন সেখানেই নির্মিত হতে পারবে। রবীন্দ্র কাছারিবাড়ির আধা কিলোমিটারের মধ্যে রয়েছে মযহারুল ইসলাম ফোকলোর ইনস্টিটিউট। মযহারুল ইসলাম ফোকলোর ইনস্টিটিউটকে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আত্তীকরণের ব্যবস্থা করলে যে অবকাঠামো পাওয়া যাবে, সেখানে প্রাথমিকভাবে রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ শুরু করতে কোনো সমস্যা হবে না। মযহারুল ইসলাম ফোকলোর ইনস্টিটিউট বিশ্বরোডের পাশে অবস্থিত। ফোকলোর ইনস্টিটিউটের পশ্চিম পাশে যে ফসলি জমির বিশাল মাঠ রয়েছে, সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সহজেই সে জমি অধিগ্রহণ করতে পারবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অতি প্রিয় কবি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বক্তৃতায় তার প্রমাণ রয়েছে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বঙ্গবন্ধু সময় পেলে রবীন্দ্রনাথের নামে আন্তর্জাতিক মানের একটি বিশ্ববিদ্যালয় দেশে স্থাপন করতেন, কিন্তু ঘাতকেরা সে সময় এবং সুযোগ তাঁকে দেয়নি।

২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের দিনবদলের পালা শুরু হয়েছে। স্বাধীনতার দীর্ঘ ৩৮ বছর পরও যদি আমাদের জাতীয় সংগীতের কবি, বিশ্বকবির নামে দেশে আমরা একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে না পারি, তার চেয়ে দুর্ভাগ্যের আর কিছু থাকতে পারে না। রবীন্দ্রনাথ আমাদের গর্ব, রবীন্দ্রনাথ আমাদের অহংকার। এই মহান কবির নামে অবিলম্বে বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক মানের একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হোক—বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ হাসিনার কাছে রবীন্দ্রভক্ত, আপামর জনসাধারণের সেটাই প্রত্যাশা।

● আবদুল খালেক: সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।